আজেমান
২

② শিক্ষার ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্য বলতে কী বোঝো? এর সুবিধা ও অসুবিধা গুলি লেখো?

:→ ▪ অর্থ :

ব্যক্তি তান্ত্রিক শিক্ষার অর্থ হল ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে শিক্ষা প্রদান করা।

▪ সংজ্ঞা :

শিক্ষার যে লক্ষ্যে ব্যক্তির বা শিক্ষার্থের আগ্রহ, চাহিদা, ক্ষমতা, প্রবনতা ও স্বাধীনতাকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দিয়ে শিক্ষা প্রদান করা হয় তাকে ব্যক্তিতান্ত্রিক শিক্ষা বলা হয়।
ব্যক্তিতান্ত্রিক শিক্ষা প্রসঙ্গে দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ সক্রেটিস বলেছেন "Man is the measure of all things" অর্থাৎ সব বিষয়ে মানুষই হল মূল বিবেচ্য।

▪ সমর্থকগন :

ব্যক্তিতান্ত্রিক মতবাদের বিশ্বাসী বা সমর্থক গন হলেন রুশ, ফ্রয়েবেল, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, সক্রেটিস, প্রমুখ।

▪ সুবিধা :

ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্য → ~~শিক্ষা~~

(i) শিশুর সুপ্ত সম্ভাবনার বিকাশ – শিশু তার পূর্ব পুরুষদের কাছ থেকে বংশগতির সূত্রে কতগুলি সুপ্ত, গুন ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মগ্রহন করে, সে গুলি বিকাশ করলে শিশু তৃপ্তি পায়। ব্যক্তিতান্ত্রিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য হল শিশুর সুপ্ত সম্ভাবনার বিকাশ ঘটানো।

(ii) আত্ম উপলব্ধি ও আত্ম প্রকাশ – শিক্ষার একটি অন্যতম লক্ষ্য হল শিশুর আত্ম উপলব্ধি ও আত্ম প্রকাশের সাহায্য করা শিক্ষা ও শিশুর মধ্যে আত্ম উপলব্ধি ঘটায় এর মাধ্যমে তার মধ্যে পরিপূর্নতা আসে এর দ্বারা সে নিজেকে সঠিক ভাবে প্রকাশ করতে পারে।

(iii) শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাদান – আধুনিক শিক্ষা হল শিশুকেন্দ্রিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিশু তার নিজের চাহিদা, প্রবনতা, সামর্থ্য ও

আগ্রহ অনুযায়ী শিক্ষা গ্রহন করতে পারে, তাই ব্যক্তিতান্ত্রিক শিক্ষার লক্ষ্যের মাধ্যমে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা সার্থক করে তোলা যায়.

(ii) **সু-ব্যক্তিত্বের বিকাশ** — ব্যক্তিতান্ত্রিক শিক্ষায় শিক্ষার্থের সার্বিক বিকাশ ঘটানো চেষ্টা করা হয়. এর দ্বারা শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে, এবং সেই সু-ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়ে ওঠে.

(iii) **সৃজনশীল ক্ষমতার বিকাশ** — ব্যক্তির সৃজনশীল ক্ষমতার মধ্যে অবহিত হয়ে তার যথার্থ বিকাশ সাধনে হল ব্যক্তিতান্ত্রিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য. এর মাধ্যমে ব্যক্তিকে আরও সৃজনশীল কাজে উদবুদ্ধ করা যায়.

অসুবিধা :

ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষার নানান সুবিধা থাকলেও এর অসুবিধা বা ত্রুটিগত দিক গুলি অস্বীকার করা যায় না. ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষার অসুবিধা গুলি হল —

(i) **আত্মকেন্দ্রিক শিক্ষা** — শিক্ষার ব্যক্তিকেন্দ্রিক লক্ষ্যে শিক্ষা দেওয়া হয় বলে, ব্যক্তির আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে. এর ফলে তারা ভবিষ্যৎ সমাজ জীবনে সার্থক ভাবে সংগতি বিধান করতে পারে না.

(ii) **স্বাধীনতার অপব্যবহার** — ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষার নীতিতে ব্যক্তিকে অধীক স্বাধীনতার দানের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, ব্যক্তি সেই অবাধ স্বাধীনতা ও অপব্যবহার করে, জীবনযাপন করে, যা ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের পক্ষে ক্ষতিকারক.

(iii) **ব্যয়বহুল ও জটিল প্রক্রিয়া** — শিক্ষা ও ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্যে প্রত্যেক ব্যক্তিকে পৃথক পৃথক ভাবে শিক্ষা দেওয়ার

কথা বলা হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য পৃথক পৃথক ভাবে শিক্ষাদান অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও জটিল।

(iv) **সামাজিক চাহিদা অবহেলিত –**

ব্যক্তিতান্ত্রিক শিক্ষায় সমাজকে অবহেলা করে, ব্যক্তিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষাদানের কথা বলা হয়েছে, যার ফলে শিক্ষার মধ্যদিয়ে সামাজিক চাহিদা মধ্য দিয়ে পরিপূরণ হচ্ছে না, অর্থাৎ এই শিক্ষায় সামাজিক চাহিদা অবহেলিত হচ্ছে।

(v) **সামাজিক উন্নয়নে বাধা –**

ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষার দ্বারা শিক্ষা থেকে সামাজীকরণের শিক্ষা, মূল্যবোধের শিক্ষা, জাতীয় সংহতিবোধের শিক্ষা প্রদান করা হয় না, যার ফলে শিশুর সামাজিক বিকাশ ব্যাহত হয় যা সামাজিক উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি হয়।

তাই শেষেই বলা যায় যে শিক্ষার ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্যে নানান সুবিধা থাকলেও এর অসুবিধা রয়েছে, তাই শিশু সার্বিক বিকাশের জন্য এবং সামাজিক বিকাশের জন্য ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা সমন্বয় ঘটাতে হবে।